নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বিশ্ব অর্থনীতি

২০১৭ সাল এবং ২০১৮ সালের প্রথমার্ধে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির যে জোরালো ধারা ছিল ২০১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধ হতে তা কিছুটা মন্থর হয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ প্রকাশিত 'World Economic Outlook (WEO), April 2019' অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধনশীল বাণিজ্য উত্তেজনা, ইউরোপের অর্থনীতির মন্থর গতি এবং ব্রেক্সিট নিয়ে অনিশ্চয়তা বিশ্ব প্রবৃদ্ধির ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ০.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পায় এবং ২০১৯ সালে তা আরও ০.৩ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ৩.৩ শতাংশে নেমে আসার আশংকা রয়েছে । তবে ২০২০ সালে এ প্রবৃদ্ধির হার ৩.৬ শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে আইএমএফ পূর্বাভাস দিয়েছে।

উন্নত দেশসমূহে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের ২.২ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ১.৮ শতাংশে হ্রাস পেতে পারে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এ নিম্ন গতিধারা অনেক দেশের জন্য হতাশাজনক। বিশেষত আর্থিক প্রণোদনা হ্রাসের ফলে ক্রমাগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং ইউরো অঞ্চলে অর্থনীতির মন্থর গতি অত্যন্ত হতাশাজনক। সংশোধিত নির্গমন মানদণ্ড প্রবর্তনের পর শিল্প উৎপাদন হ্রাস, ব্রেক্সিট ঘিরে যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে অনিশ্চয়তা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য বিরোধ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জাপানের অর্থনীতির মন্থর গতি ইউরো অঞ্চলে প্রবৃদ্ধি হ্রাসের অন্যতম কারণ। বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের চেয়ে সামান্য কমে ২০১৯ সালে ৪.৪ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিসত্ত্বেও, বিকাশমান এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ২০১৮ সালের চেয়ে ২০১৯ এবং ২০২০ সালে সামান্য হ্রাস পেতে পারে।

পণ্যের দাম কমে যাওয়ায় উন্নত দেশসমূহে ভোক্তা মূল্যস্ফীতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। উন্নত দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি ২০১৮ থেকে ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ১.৬ শতাংশে নেমে আসতে পারে। মার্কিন অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি ২০১৮ সালের চেয়ে ০.৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কমে ২০১৯ সালের মধ্যে ২.০ শতাংশে নেমে আসতে পারে। জাপানের কোর (core) মূল্যস্ফীতির হার (খাদ্য ও জ্বালানি তেল ব্যতীত) ২০২০ সালের শেষ নাগাদ বৃদ্ধি পাবে। বিকাশমান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর মূল্যস্ফীতি চলতি বছরে সামান্য বৃদ্ধির পর পুনরায় হ্রাস পেতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

আইএমএফের মতে, নানা রকম ঝুঁকির মুখে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি আরও হ্রাস পেতে পারে। ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, বিনিয়োগ হ্রাস, বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান সুরক্ষাবাদ,জলবায়ু পরিবর্তন এবং সাইবার নিরাপত্তা এসব ঝুঁকির উল্লেখযোগ্য কারণ। ঝুঁকিসমূহ বাস্তবে রূপ না নিলে এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর হলে, চলতি বছরের শেষে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানাবিধ সংকট মোকাবেলা করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান গতি ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশ। বিবিএসের চূড়ান্ত হিসাবে গত অর্থবছরে ৭.৮৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৫২ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১,৮২৭ মার্কিন ডলার হয়েছে। একই সাথে বেড়েছে মাথাপিছু জাতীয় আয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১,৭৫১ মার্কিন ডলার, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে হয়েছে ১,৯০৯ মার্কিন ডলার।

বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিনিয়োগই বিগত অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ জিডিপি'র ৩১.৫৬ শতাংশ, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপি'র ৩১.২৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপি'র ৮.১৭ শতাংশ, অন্যদিকে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ

জিডিপি'র ২৩.৪০ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৯৭ শতাংশ এবং ২৩.২৬ শতাংশ।

পরিমিত খাদ্য মূল্যস্ফীতির কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাস পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার ৫.৪৪ শতাংশ। এ সময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ০.৪৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে (জুলাই ২০১৮ হার ছিল ৬.১৮%, পক্ষান্তরে মার্চ ২০১৯-এ তা দাঁড়িয়েছে ৫.৭২%)। অন্যদিকে, একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ০.৮ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক রয়েছে। এ বছর রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৩,১৬,৫৯৯.০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১২.৪৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ২,৮০,০০০.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.০৪%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৯,৬০০.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৩৮%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৭,০০০.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.০৬%)। অর্থ বিভাগের *Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS^{++})* ডাটাবেজ অনুযায়ী সাময়িক হিসেবে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,৫৬,১৩৬.০০ কোটি টাকা। আহরিত এই রাজস্ব সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৪৯.৩২ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০.০৬ শতাংশ বেশি।

আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,৩৮,২৭৫.০০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৮৮ শতাংশ বেশি। এসময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১৭,৮৬১.০০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০.১৫ শতাংশ বেশি।

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪,৪২,৫৪১.০০ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ১৭.৪৫ শতাংশ। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ২,৬৬,৯২৬.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৫২%), খাদ্য হিসাব ২৮২.০০ কোটি টাকা, ঋণ ও অগ্রিম ১,৮৮৪.০০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ১,৭৩,৪৪৯.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৮৪%)। তন্মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বরাদ্দ ১,৬৭,০০০.০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৫৮%)। *iBAS^{++}*এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৭৪,১১৪.০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় হয়েছে ১,২৭,৬৫৯.০০ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৪১,৪২৪.০০ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় পরিচালন ব্যয় ও এডিপি ব্যয় যথাক্রমে ২২.২১ শতাংশ ও ২২.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামষ্টিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও দীর্ঘমেয়াদি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ঘোষিত হয়েছে। বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশের নীচে সীমিত রেখে এবং ৭.৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক, কর্মসংস্থান সহায়ক এবং পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২০১৭ সাল থেকে ঋণ প্রদানের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে, আমানতের সুদের হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত এক বছরের ব্যবধানে ঋণের ভারিত গড় সুদ কমেছে ০.১৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট। পক্ষান্তরে, একই সময়ের ব্যবধানে আমানতের ভারিত সুদ হার বৃদ্ধি পেয়েছে ০.১৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট। ঋণ ও আমানতের গড় ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ছিল ৪.৩৭ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ শেষে তা হয়েছে ৪.০৬ শতাংশ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) দেশের মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ৩০,৯০৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একইসময়ের তুলনায় ১২.৫৭ শতাংশ বেশি। দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির অবদান সবচেয়ে বেশি। অপরদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে দেশে মোট ৪০,৮৯৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের পণ্য আমদানি করা হয়েছে।

আমদানি ব্যয়ের এই পরিমাণ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২,১৮০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি। বর্ণিত সময়ে চীন থেকে সর্বাধিক মূল্যমানের পণ্য আমদানি করা হয়েছে। আমদানিকারক দেশের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ভারত ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর।

বিগত বছরগুলোর ন্যায় চলতি অর্থবছরেও বহিঃবিশ্বের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যদিও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় এ বছর ঘাটতির পরিমাণ কিছুটা কম। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বাণিজ্য ভারসাম্যে ১০,৬৯৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়েছে। বিগত বছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১,৬৭৯.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আলোচ্য সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৪,২৭০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতির জন্য সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৯৯.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়।

বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষণাবেক্ষণে স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ছিল ৩২.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক টাকা-ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৮২.১০ টাকা যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২.৮৩ শতাংশ অবমূল্যায়িত হয়ে ৮৩.৮৫ টাকা হয়েছে।

অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি

কৃষি

বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন করতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪১৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিকটন, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৪১৩.২৫ লক্ষ মেট্রিকটন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২১.৮১ লক্ষ মেট্রিকটন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্য (গম) আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২.১১ লক্ষ মেট্রিকটন। তবে বেসরকারি খাতে মোট ৩৫.৬৬ লক্ষ মেট্রিকটন (চাল ০.৮৫ লক্ষ মেট্রিকটন ও গম ৩৪.৮১ লক্ষ মেট্রিকটন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে।

চলতি অর্থবছরে মোট ২১,৮০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১২,১০১.০৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫৫.৫১ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে ৪৩.৮১ লক্ষ মেট্রিকটন মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ৯৯.৩১ লক্ষ ও হাঁস-মুরগির জন্য ১৪.৮৭ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

শিল্প

দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সরকার শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করেছে। বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ৩৫.১৪ শতাংশ। দেশের শিল্পায়নকে গতিশীল করতে 'শিল্পনীতি, ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান

বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত 'রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বেসরকারিকরণ কর্মসূচি' সত্ত্বেও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ ও গ্যাস, পরিবহণ, যাতায়াত এবং সেবা খাতে বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশে বিদ্যমান সকল অ-আর্থিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় মোট পরিচালন রাজস্ব অর্জিত হয়েছে ১,৭৪,৩৬১.১৪ কোটি টাকা। তবে উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ২৩,২৫৫.৬৯ কোটি টাকা, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১৯,৩৭৫.২৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের (৩০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত) সংশোধিত হিসাব মতে, সামগ্রিকভাবে এসব সংস্থার নীট লোকসান হয়েছে ৪,৩২৪.৭৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে যেসব সংস্থা মুনাফা করেছে তা লভ্যাংশ হিসেবে একই সময়ে ১,১১১.৮২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ ২,১৪,৫৬১.৪৪ কোটি টাকা। জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ৩৯,৮৩৪.৫৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ১১১.৬৬ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের উপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২.৯৭ শতাংশে পৌঁছেছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১.৪১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং সম্পদের টার্নওভার বিবেচনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় অপরিবর্তিত রয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বর্তমানে দেশের ৯৩ শতাংশ জনগণ বিদ্যুৎ (নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ) সরবরাহের আওতায় এসেছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৮,০৭৯ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও ক্যাপটিভসহ ২১,১৬৯ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১১,৬২৩ বিদ্যুৎ মেগাওয়াট উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৬২,৬৭৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা। যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) ৪১,১২৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯-১০ অর্থবছরের ১৫.৭৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত) দাঁড়িয়েছে ১০.৯০ শতাংশে।

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। এ যাবত আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্রে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫.৯৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১১.৯২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.২৭ লক্ষ মেট্রিকটন। বর্তমানে দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification) বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ

বর্তমান সরকার পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকারভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সড়ক ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৫৬৯ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। সড়কপথের উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি সেতু বিভাগের পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৯৫৫.৫৩ কিলোমিটার।

নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। নৌপথে দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধির হার ১৪

শতাংশ। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২৫.৮৮ লক্ষ যাত্রী এবং ৩০,৯৭০ টন কার্গো পরিবহন করেছে।

দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশের মোট মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫.৭৫ কোটিতে। 'রূপকল্প-২০২১', জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)ও ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এর সাথে সঙ্গতি রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নও বর্তমান সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের ২২.০৯ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন-শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ১৯৯১ সালের ২১.০৯ শতাংশ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৬৪.১৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপবৃত্তি ও ছাত্র-শিক্ষক সংযোগ ঘণ্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে সরকারের নেয়া অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ দু'বার জাতিসংঘ সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড লাভ করে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে সরকার স্বাস্থ্যখাত সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনে কাজ করছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, 'Human Development Report, 2018' অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম।

দারিদ্র্য বিমোচন

গত এক দশকে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। দারিদ্র্য হার হ্রাসের পাশাপাশি এর তীব্রতা এবং গভীরতাও ধারাবাহিকভাবে কমছে। দারিদ্র্য হার এক যুগের ব্যবধানে ১৮.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালে দারিদ্র্য হার ছিল ৪০ শতাংশ, ২০১৮ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২১.৮ শতাংশে । সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ খাতের মাত্রা, পরিধি ও বরাদ্দ প্রতি বছর বাড়ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৬৪,১৭৬.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষুধা নিবারণ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হার ৯.৭ শতাংশে এবং অপুষ্টির হার ১০ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ

করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৬৪৩টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ২,০৭,২৯২ কোটি টাকা। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত) ১,০২২টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯০,৮৫৪ কোটি টাকা। ২০১৮ (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) সালে মোট স্থূল (gross) প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,৯৩৭.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৭ সালে এ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২,১৫১.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ পরপর নবম বারের মত Moody's এবং S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB– রেটিং অর্জন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও উন্নয়ন

পরিবেশগত নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার ঐকান্তিকভাবে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 'রূপকল্প- ২০২১' এ পরিবেশগত উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা', ও 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০' প্রণয়নসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় 'Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF)'গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ওজোন স্তর রক্ষা এবং পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।